‘এমন গল্প লিখতে হবে যা মানুষের মনে গেঁথে যাবে।’

-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সব লেখকই পাঠক চান। লেখার সময় পাঠক ভাবনা না থাকলেও একটা সময় পাঠক ভাবনা তাড়িয়ে বেড়ায়। আমার লেখা পাঠককুলের কাছে কেমন লাগছে? এই ব্যাপারে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অকপটে বলেছেন-- দোকানদারদের যেমন খরিদ্দার, ব্যবসায়ে যেমন গ্রাহক, গল্প উপন্যাসে তেমনি পাঠক। তাঁদের নিজের থেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করতে হবে। পাঠককে কখনও সোজাসুজি গল্প পড়াতে নেই। ঘটনা ও পাত্রপাত্রী নিয়ে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে, যাতে আপনার বক্তব্য পাঠক বলতে পারে।

বিভূতিভূষণ ছিলেন প্রকৃতির পাঠক। জঙ্গল-মহল তাঁর পাঠ্যবই। অরণ্য তাঁর কাছে শুধু মূক অরণ্য নয়, বাঙ্ময়। তিনি তঁার ছাত্রদের কাছে কতদিন বলেছেন-- “জানিস, ছোটবেলায় আমি ইছামতীর পাড় দিয়ে বিকেলে বেড়াতাম কঞ্চি হাতে নিয়ে, আর আপন মনে গল্প বানাতাম, কেউ যাতে শুনতে না পায়। দু-তিন দিনে একটা গল্প শেষ হোত।”

ছাত্র ডাঃ আবীরলাল মুখার্জী এক স্মৃতিকথায়-- যখনই ক্লাশে আসতেন হাতে থাকতো একটা চাঁপা ফুল। বগলে প্রায়ই World Wide Magazine নামে একটা ছবিওয়ালা পত্রিকা থাকতো। ১৯৩২ সালের পর থেকে বিভূতিভূষণের গালুডিতে যাতায়াত বেড়ে গেল। গালুডির নেকড়ে-ডুংরী টিলায় বসে তিনি “দৃষ্টি-প্রদীপ” উপন্যাসটি লিখতেন। এখানকার গাছপালা, লতাপাতা,জীবন, পশুপাখি, পাথরের নুড়ি-- সবই তিনি মনোযোগ সহকারে দেখতেন। সর্বদা কি যেন খুঁজে বেড়াতেন। গালুডি থেকে হেঁটে হেঁটে একদিন ঘাটশিলায় চলে আসেন। প্রথমেই পাকদন্ডী টিলা, ফুলডুংরী পাহাড়ে ওঠেন। মুগ্ধ হয়ে দেখতেন চারদিক বেষ্টিত পাহাড়ের শ্রেণী।

সিংভূম অঞ্চলের বনপাহাড় দেখার সাধ বিভূতিভূষণের অনেকদিন থেকেই। অপরাহে সিংভূমের জনহীন অরণ্যে ভ্রমণ, গভীর রহস্যপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত, গাছপালার বৈচিত্র্যে সাজানো পাহাড়ী গ্রাম তাকে মুগ্ধ করত। সিংভূমের রূপ বর্ণনা নিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন-- “কাল বিকেলে পাহাড়ের নিচে একটা হ্রদে স্নান করে এলাম। বনে বনে কুরচিফুলের সুবাস, কচিপাতা ওঠা শালবন। কি সুন্দর লাগল অরণ্যের পরিবেশ।”

তিনি শুধু হ্রদে নয় প্রকৃতির রহস্যে নিয়মিত স্নান করতেন একজন মুগ্ধ পাঠকের চোখ নিয়ে।

এছাড়া বিভূতিভূষণ একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন রবীন্দ্র ও বঙ্কিম সাহিত্যের। পড়েছেন-- টলস্টয়, তুর্গেনিভ, মোপাসাঁ, ফ্লবেয়ার, ডিকেন্স, হেগার্ড প্রমুখ। কান্ট ও হেগলের দর্শন।

তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন-- রামায়ণের মতন গল্প লিখতে হবে। যার পাঠক সবাই। অনেকে রামায়ণ পড়েনি কিন্তু রামায়ণের গল্প জানে। এমনই গল্প লিখতে হবে যা মানুষের মনে গেঁথে যাবে।

(লেখাটি তৈরী করতে কোরক সাহিত্য পত্রিকা এবং জে. এন. সিনহার ‘বিভূতিবাবু কি করে লেখক হলেন’ গ্রন্থটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।-- সম্পাদক)

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com